।। বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ।।

মানবজীবনে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প নেই। চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তার পূর্ন সাধন ঘটায় এই মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষা 'বাংলা ভাষা'। এই ভাষাতেই প্রথম ধ্বনি'মা' উচ্চারিত হয়। মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে ও বাংলা ভাষা তেমনই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম।

বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই যে কোনো বিষয় আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। কারন বাংলাভাষায় শিক্ষা গ্রহণ আপামর জনসাধারণের কাছে সহজ। গভীর আনন্দেই মানুষ এই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে। তখন শিক্ষা গ্রহণ তার পক্ষে আর ভার হয়ে দাঁড়ায় না। প্রাচীন বাংলা ভাষার উৎপত্তি গত ইতিহাস, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ,এমনকি জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের রাজা রামমোহন রায়ের'Grammar of the Bengali Language' নামক ব্যাকারণ গ্রন্থ, বাংলা অভিধান, বর্তমানের নানান ধরনের থিয়েটার, নাটক, বিভিন্ন সাহিত্য, ছোটগল্প, আবৃত্তি চর্চা- এইসব কিছু অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষা রপ্ত করা এবং সমৃদ্ধশালীও করে তোলা যায়। তবে বর্তমানকালে এই ভাষায় শিক্ষার প্রসার নিম্নমুখী। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের পরিধি আজ ও দুর্বল। কারন, আজকাল বেশিরভাগ অভিভাবক-শিক্ষার্থী প্রত্যকেই আন্তর্জাতিক ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রতিযোগিতায় উন্মুখ। এরফলে দিনে দিনে বাংলা ভাষার অবলুপ্তি ঘটছে।

বাংলাভাষা সঠিকভাবে শিক্ষনের ফলে আমাদের কল্পনামুখীনতা, বিশ্লেষনী ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, শব্দের বৈচিত্র্যতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। আমরা যদি মাতৃভাষা কে অনেক বেশি ঐতিহ্যশালী ও পরিপুষ্ট করে তুলতে চাই তবে এই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাবিস্তার অপরিহার্য। চালু করা উচিত বাংলা ভাষার মাধ্যমে সরকারি অফিস-আদালতে নির্দেশিকা দানের ব্যবস্থা, এছাড়াও উচ্চতর শিক্ষার জন্য উপযোগী পুস্তকাদি বাংলা ভাষায় রচনা ও অনুবাদ।

কেরিয়ার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ও বাংলা ভাষার বিশেষ অবদান রয়েছে।

অনেকেই ভাবেন বাংলা বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা স্তরে পড়াশোনা করলে চাকরির বাজারে ভবিষৎ অন্ধকার।কিন্তু এই ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভালোবেসে পড়াশোনা করলে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কাজের সুযোগ। তাছাড়া শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ও বিভিন্ন বিদ্যালয়,মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণাকাজের জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। যারা পঞ্চান্ন শতাংশ নম্বর পেয়ে MA পাশ করেন, তারা WBCS পরীক্ষায় বসার ও সুযোগ পায়। কারন, WBCS পরীক্ষার একটা বিরাট অংশ জুড়ে আছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।